সংবাদ

তারিখ ... 19 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

সরকারি হাইস্কুল প্রধান শিক্ষক সম্মেলন আজ

স্কুলে ভর্তি ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে ডিসিদের হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি

রাকিব উদ্দিন

সরকারি হাইস্কুলের ভর্তি ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে ডেপুটি কমিশনারদের (ডিসি) অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বিভিন্ন জেলার সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। তারা অভিযোগ করেন, প্রায় ১৪ বছর আগে গঠিত 'সরকারি হাই স্কুল ম্যানেজিং কমিটি' বর্তমানে কার্যকর না থাকলেও এই কমিটির সভাপতি হিসেবে ডিসিরা স্কুলের বিভিন্ন কাজে হস্তক্ষেপ করছে। এছাড়াও প্রধান শিক্ষকরা শিক্ষার মানোন্নয়নে যতো দ্রুত সম্ভব শিক্ষক স্বল্পতা নিরসন এবং শ্রেণী কার্যক্রম তদারকি, স্কুলে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, প্রতিষ্ঠানের জমি দখলমুক্ত করা ও উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সরবরাহ ও ল্যাব স্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথমবারের মতো মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) আজ রাজধানীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে দেশের সকল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিয়ে (প্রধান শিক্ষক সম্মেলন) এক সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

এই সম্মেলনের আগে দেশের সর্বমোট ৩৩১টি সরকারি হাইস্কুলের প্রধানের কাছে শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় ও বিরাজমান সমস্যা ও সংকট থেকে উত্তরণের উপায়ের ব্যাপারে পরামর্শ আহ্বান করা হয়। এতে ১৫ থেকে ২০টি জেলার (সদরের স্কুল) প্রতিষ্ঠান ডিসিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন। এর মধ্যে মানিকগঞ্জ, বাক্ষণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, নরসিংদী ও ঢাকা রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে চট্টগ্রাম বিভাগের দু'টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সংবাদকে বলেন, 'যখন তখন ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য চাপ প্রয়োগ করেন ডিসিরা। এই নির্দেশ না মানলে ডিসি অফিসে ডেকে নিয়ে বসিয়ে রাখা হয়। অকারণে নানাভাবে হয়রানি করা হয়। অযাচিত এই হয়রানি থেকে আমরা পরিত্রাণ চাই।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মাউশি'র পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর এলিয়াছ হোসেন গতকাল সংবাদকে বলেন, 'ভর্তি কার্যক্রমে ডিসিরা সহযোগিতাও করেন। তা না হলে জেলা পর্যায়ে শিক্ষার্থী কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যেত না। কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকতেই পারে। ডিসিরা সহযোগিতা করলেও অনেক প্রধান শিক্ষক মনে করেন, এটা অসহযোগিতা।'

জানা গেছে, ২০০৩ সালে তৎকালীন সরকার

স্কুলে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

স্কুলে : ভর্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জেলা প্রশাসককে (ডিসি) সভাপতি করে সরকারি হাই স্কুল ম্যানেজিং কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সদস্য করা হয় জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিইও), জেলা সিভিল সার্জন, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের (ইইডি) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলীকে। আর সদস্য সচিব করা হয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষককে।

পরবর্তীতে ২০১০ সালে সরকারি হাই স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির নীতিমালায় ডিসিদের সভাপতি করা হয়। এতে ম্যানেজিং কমিটির কার্যক্রম এমনিতেই কিছুটা কমে যায়। জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের মাধ্যমে স্কুল তদারকি জোরদার করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর। কিন্তু গত কয়েক বছরে জেলা পর্যায়ের স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেলে ডিসিদের হস্তক্ষেপ বাড়তে থাকে। ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে নরসিংদীর একটি স্কুলে ডিসির হস্তক্ষেপে শিক্ষার্থী ভর্তি নিয়ে জটিলতা হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপে তা নিরসন করা হয়।

শিক্ষক স্বল্পতা

মাউশি'র তথ্যানুযায়ী, দেশে বর্তমানে সরকারি হাই স্কুল রয়েছে মোট ৩৩১টি। এর মধ্যে ৪৩টি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। ৪৪০টি সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ২১টি। আর দশ হাজার ১৮৫টি সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদের মধ্যে কর্মরত আছেন আট হাজার ৩৩১ জন। অর্থাৎ এক হাজার ৮৫৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

মাউশিকে দেয়া প্রধান শিক্ষকদের তথ্যমতে, বর্তমানে দেশের ১৩০টি উপজেলা পর্যায়ের স্কুলে শিক্ষক স্বল্পতা চরমে। বেশিরভাগ প্রধান শিক্ষকদের বাসভবনও ব্যবহারের অনুপযোগী।

এছাড়া ৮২টি ডাবল শিফটের হাই স্কুলে প্রভাতী শাখায় অফিস সহকারী ও এমএলএসএস নেই। স্কুলের দশ হাজার ৬টি সহকারী শিক্ষকের পদের মধ্যে এক হাজার ৬৯১টি পদই শূন্য দীর্ঘদিন ধরে। কর্মচারীর পদ শূন্য রয়েছে প্রায় দুই হাজার। অনেক বিদ্যালয়ে ইংরেজি, গণিত, হিসাব বিজ্ঞানসহ জটিল বিষয়ের কোন শিক্ষক নেই।

চারটি স্কুলের জমি বেদখল

প্রধান শিক্ষকদের তথ্যানুযায়ী চারটি স্কুল প্রভাবশালীদের বেদখলে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এর মধ্যে ফরিদপুর সরকারি জিলা হাই স্কুলে 'সুইমিংপুল বানাতে চায়' জেলা ক্রীড়া সংস্থা, নোয়াখালী সেনবাগ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের জমি দখলের চেষ্টা করছে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তি, নওগাঁ কেডি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের জমিতে 'জেলা শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠান করতে চায়' একটি প্রভাবশালী মহল এবং বরিশাল জিলা স্কুলের ভেতরে ২০১০ সাল থেকে দুটি বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির নামেও স্কুলের কক্ষ দখলে রাখা হয়েছে।